গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
www.mofood.gov.bd

নং-১৩.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০৬.২০১৫- ১১৬ (৫০)

তারিখঃ ২৮বৈশাখ ১৪২৩
১১ মে ২০১৬

বিষয়ঃ অভ্যন্তরীণ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

২৭-০৪-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর Soft কপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশিষ্ট সকলের e-mail এ প্রেরণসহ এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটঃ www.mofood.gov.bd তে Upload করা হয়েছে। মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং পেন্ডিং বিষয় নিষ্পত্তিকরণের জন্য 'ছক' অনুযায়ী তালিকাসহ আগামী ১৯-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণিতমতে।

১১/০৫/২০১৬

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ)
ফোনঃ ৯৫৪০১২১
ই-মেইলঃ dscoordination@mofood.gov.bd

বিতরণঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়ঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন),খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৩। মহা-পরিচালক,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৪। যুগ্ম-সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৫। মহা-পরিচালক,এফপিএমইউ,খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত মহা-পরিচালক,খাদ্য অধিদপ্তর।
৭। আইন উপদেষ্টা,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৮। পরিচালক (প্রশাসন /সবরি/সংগ্রহ/চসসা/আইডিটিএস/হিসাব ও অর্থ/প্রশিক্ষণ), খাদ্য অধিদপ্তর।
৯। উপ-সচিব (সকল)/ উপ-প্রধান (পরিকল্পনা কোষ), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১০। পরিচালক (খানিপু/ উৎপাদন/ নীতি/ বাজার), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১২। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১৩। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা।
১৪। সচিবের একান্ত সচিব,খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১৫। সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৬। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
১৭। সিষ্টেম এনালিষ্ট, খাদ্য অধিদপ্তর।
১৮। অতিরিক্ত পরিচালক (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা), খাদ্য অধিদপ্তর।
১৯। সহকারী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা কোষ),খাদ্য মন্ত্রণালয়।
২০। বাজেট অফিসার,খাদ্য মন্ত্রণালয়।
২১। প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়। ২৭.০৪.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

এপ্রিল/ ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ এ. এম. বদরুদ্দোজা
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

সভার স্থানঃ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ ও সময়ঃ ২৭.০৪.২০১৬ খ্রিঃ সকাল ৯-৩০ মিনিট

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। মার্চ, ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণী দৃঢ় করা হয়। অতঃপর এপ্রিল, ২০১৬ মাসের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

২। আলোচনা

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১. অভ্যন্তরীন খাদ্য শস্য সংগ্রহ	(ক) বোরো সংগ্রহ-২০১৬ সভায় আলোচনা হয় যে, ২৪ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে FPMC সভায় ২০১৬ সালে অভ্যন্তরীন উৎস হতে বোরো ধান-চাল সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা এবং মূল্য নির্ধারিত হয়েছে এবং ৫ মে ২০১৬ তারিখ হতে এ সংগ্রহ অভিযান শুরু হবে । সরকার এবার প্রথম বারের মত চাল অপেক্ষা ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা সর্বোচ্চ পরিমান নির্ধারণ করেছে । FPMC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার ধান সংগ্রহের লক্ষমাত্রা ৭ (সাত) লাখ মেট্রিক টন এবং চাল ৬ (ছয়) লাখ মেট্রিক টন। কৃষকগণকে উৎসাহ মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি কেজি ধানের সংগ্রহ মূল্য ২৩ টাকা এবং প্রতি কেজি চালের সংগ্রহমূল্য ৩২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। চালকল মালিকগনের নিকট থেকে চাল ক্রয় করা হবে। কৃষকের নিকট থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করা হবে। প্রকৃত কৃষকগণ যেন প্রকৃতপক্ষেই সরকারের নিকট তাদের উৎপাদিত ধান বিক্রয় করে ন্যায্যমূল্য পেতে পারেন সে বিষয় সরকার তথা খাদ্য মন্ত্রণালয় অত্যন্ত সজাগ আছেন। কৃষককের ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সহসাই Innovation হিসাবে গাইড লাইন জারী করা হবে । মাঠ-পযায়ে কর্মরত খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/	খাদ্য অধিদপ্তর মাঠ-পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে কৃষকের নিকট থেকে ধান সংগ্রহের গাইডলাইন অনুসরণ এবং ধান ও চাল সংগ্রহে আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর

	কর্মচারীগণকে সরকারি ধান-চাল ক্রয়ে আগাম Mind-set ধারণ এবং আনুসংগিক সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহনের বিষয়ে মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরকে পরামর্শ/ নির্দেশ প্রদান করা হয়। **(খ) অভ্যন্তরীণ গম সংগ্রহ** সভায় আলোচনা হয় যে, FPMC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি মৌসুমে (২০১৬) অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ২.০০(দুই) লাখ মেট্রিক টন গম প্রতিকেজি ২৮ টাকা দরে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সারাদেশ থেকে উৎপাদন ভিত্তিক উপজেলাওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা বিভাজন করা হয়েছে। ১০ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখ থেকে গম সংগ্রহ শুরু হয়েছে। পরিচালক সংগ্রহ সভায় জানান যে, ২৫/০৪/২০১৬ পযন্ত সংগ্রহীত গমের পরিমান-২৯৭১ মেট্রিক টন। ৩০ জুন /২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গম সংগ্রহ করা হবে। গুনগত মান বজায় রেখে গম সংগ্রহ অভিযান সফল করার জন্য সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়।	গুনগত মান বজায় রেখে গম সংগ্রহ অভিযান সফল করতে হবে	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
২.গম আমদানি	সভায় আলোচনা হয় যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে বাজেট সংস্থান অনুযায়ী আমদানি লক্ষ্যমাত্রা ৯.৫ লাখ মেট্রিক টন। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৫.৭০ লাখ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আমদানি চুক্তি ও প্রাপ্তির পরিমান (০.০০ লাখ) বিবেচনায় ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে অবশিষ্ট আমদানির পরিমান ২.৭০ লাখ মেট্রিক টন। ৫০ হাজার মেট্রিক টনের ৩টি টেন্ডারে মোট ১.৫০ লাখ মেট্রিক টন গম আমদানি/ প্রাপ্তি চলমান আছে। অবশিষ্ট ১.২০ লাখ মেট্রিক টন গম আমদানির বিষয়টি সহসা বিবেচনা করা হবে। ৫০ হাজার মেট্রিক টন গম সরবরাহকারীর ১টি জাহাজে আগত গম চুক্তিতে বর্নিত বিনির্দেশমত না হওয়ায় তা ফেরৎ দেয়া হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। টেন্ডার প্রক্রিয়া ও সরবরাহকারীর সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বন্দরে বিনির্দেশমত গম গ্রহন নিশ্চিত করার জন্য সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়।	সরবরাহকারীর সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বন্দরে বিনির্দেশমত গম গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সংগ্রহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩ খাদ্যশস্য বিলি-বিতরণ	**(ক) ওএমএস খাতে চাল বিক্রয়** সভায় আলোচনা হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে OMS খাতে বাজেট বরাদ্ধ অনুযায়ী বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ৩.২৫ লাখ মেট্রিক টন। ইতিমধ্যে অর্থবছরের প্রায় ১০ (দশ) মাস অতিবাহিত হলেও এ যাবৎ বিক্রিকৃত চালের পরিমান (২১.০৪.২০১৬ খ্রি) মাত্র ১ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন। ২.৩.২০১৬ খ্রি তারিখের পূর্ব পর্যন্ত প্রতি কেজি চালের এক্স-গুদাম মূল্য ১৮.৫০ টাকা এবং ভোক্তামূল্য ২০ টাকা নির্ধারিত ছিল। গত ২.৩.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সরকার চালের এক্স-গুদাম মূল্য ১৩.৫০ টাকা এবং ভোক্তামূল্য ১৫ নির্ধারণসহ OMS কার্যক্রম করায় চাল বিক্রয়ের পরিমান	সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী OMS খাতে বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়

	বৃদ্ধি পেয়েছে। সভায় আলোচনাক্রমে সকলে একমত পোষণ করেন যে সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী OMS খাতে বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। **(খ) ওএমএস খাতে আটা বিক্রয়** সভায় আলোচনা হয় যে, চলতি অর্থবছরে (২০১৪-২০১৬) বাজেট অনুযায়ী গম খাতে বরাদ্দকৃত গমের পরিমান ৪ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন। অর্থ-বছরের শুরু থেকে দেশব্যাপী চুক্তিবদ্ধ ময়দা কলসমূহকে গম বরাদ্দ করে ফলিত আটা OMS ডিলারের মাধ্যমে বিক্রয় কার্যক্রম অব্যহত আছে। গমের [illegible] মূল্য নির্ধারিত ছিল ১৭ টাকা। ডিলার পর্যায়ে আটার মূল্য ১৯ টাকা এবং ভোক্তামূল্য ২০ টাকা নির্ধারিত ছিল। গমের বাজারমূল্য নিম্নমুখী থাকায় মাঝে মধ্যে আটা বিক্রয়ের পরিমানে তারতম্য ঘটেছে। গত ০১.০৩.২০১৬ খ্রি তারিখে গম ও আটার মূল্য (ময়দাকল, ডিলার ও ভোক্তা পর্যায়ে যথাক্রমে ১৪, ১৬ ও ১৭ টাকা পুনঃনির্ধারণ করায় OMS খাতে আটা বিক্রয়ের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থ-বছরের প্রায় ১০ মাসে ২৫/৪/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত OMS খাতে বিক্রিত গমের পরিমাণ ১ লাখ ৯৩ হাজার ৬৮৫ মেট্রিক টন এবং আটার পরিমাণ ১ লাখ ৪৫ হাজার ৯৭৬ মেট্রিক টন। আটার বিক্রয় কার্যক্রমের উপর নজরদারি রেখে বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	আটার বিক্রয় কার্যক্রমের উপর নজরদারি রেখে বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	(গ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ সভায় আলোচনা হয় যে, খাদ্য মন্ত্রণালয় নিজস্ব কর্মসূচি ব্যতিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিভিন্ন খাতে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী খাদ্যশস্য সরবরাহ করে থাকে। চলতি অর্থ-বছরে TR খাতে মোট বরাদ্দ (সংশোধিত) ১ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টনের বিপরীতে ২১ এপ্রিল/২০১৬ পর্যন্ত ১ লাখ ৩৭ হাজার মেট্রিক টন, কাবিখা খাতে ১ লাখ ৮৫ হাজার মেট্রিক টনের বিপরীতে ১ লাখ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন সরবরাহ করা হয়েছে VGD খাতে ২ লাখ ০৮ হাজার ২২৩ মেট্রিক টন চাল, স্কুলফিডিং খাতে ১২ হাজার ০১৩ মেট্রিক টন গম এবং VGF খাতে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৫১ মেট্রিক টন চাল সরবরাহ করা হয়েছে। পাবর্ত্য জেলাসমূহে শান্তকরণ খাতসহ ইপি ও ওপি খাতে বরাদ্দ অনুযায়ী খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত আছে মর্মে সভায় জানানো হয়। বরাদ্দ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়।	বরাদ্দ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে।	
৪. খাদ্যশস্যের বাজারমূল্য	সভায় আলোচনা হয় যে, দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন সন্তোষজনক, বিশেষত: বিগত মৌসুমসমূহে ধানের বাম্পার ফলন হওয়ায় বাজারে চালের সরবরাহে প্রাচর্য রয়েছে।	খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়মিত	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-

মনিটরিং	PFDS খাতসমূহেও নিয়মিত খাদ্যশস্য (গম, চাল ও আটা) সরবরাহ করা হচ্ছে । গম উৎপদানকারী দেশসমূহেও গমের উৎপাদন ভাল হওয়ায় গমের বাজারমূল্য স্থিতিশীল। সার্বিকভাবে দেশের বাজারে গড়ে মোটা চালের পাইকারী ও খুচরা বাজার দর প্রতিকেজি যথাক্রমে ২২/-.টাকা থেকে ২৪/-টাকা এবং ২৫/-টাকা থেকে ২৮/- টাকা এবং খোলা আটার দর যথাক্রমে ২৪/-টাকা থেকে ২৬/-টাকা । বর্তমান বাজার দরে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয় । খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়।	পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখতে হবে।	সচিব (সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫.নতুন ও আধুনিক গুদাম নির্মাণ এবং গুদাম ও আনুসংগিক সুবিধার্দি মেরামত	**(ক) নতুন ও আধুনিক গুদাম নির্মাণঃ** সভায় ও আলোচনা হয় যে, (১) বগুড়া জেলাধীন সান্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে ২৫ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার Multistoried Warehouse নির্মাণের বাস্তব অগ্রগতি ৮৪%। বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সোলার প্যানেলটি স্থাপন করা হয়েছে। রেলযোগে খাদ্যশস্য পরিবহনের সুবিধার্থে Duel-gadge রেল লাইন সম্প্রাসারণ/ নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে । (২) মোংলা নিকটবর্তী জয়মনির গোল নামক স্থানে নির্মাণাধীন ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার সাইলোর Head-house, সাইলো বিন, River Bank Protection Work,Aceess Bridge, Loading Unloading jettey সহ আনুসংগিক সুবিধার্দি নির্মিত হয়েছে । বাস্তব কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৮৯%। (৩) সারাদেশের ৭টি বিভাগে ৪৩টি জেলার ৯২টি উপজেলায় নতুন ১৫৮টি খাদ্য গুদাম (১০০০ মেঃ টনের ৫২টি ও ৫০০ মেঃ টনের ১০৬টি) নির্মাণ করা হবে। ১ম ধাপে ৬টি প্যাকেজের আওতায় ৩৫টি খাদ্য গুদাম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত পরামর্শক এবং খাদ্য অধিদপ্তর এ সকল কাজ নিবিড়ভাবে মনিটরিং করছে। ২য় ধাপে ১৫টি প্যাকেজের (৮০টি খাদ্য গুদাম) আওতায় আহবানকৃত উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়া সফল না হওয়ায় দরপত্র বাতিল করা হয়েছে। এ বিষয়ে পিপিআর ২০০৮এর বিধি-৭৬(২) মোতাবেক সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে খাদ্য গুদাম নির্মাণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ২০%। (৪) **Bangladesh Modern Food Storage Facilities Project:** প্রকল্পের আওতায় ১৯২০ (প্রায়) লক্ষ টাকা ব্যয়ে (IDA loan)+BCCRF grant+GoB) বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ,	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত করতে হবে	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-প্রধান (পরিকল্পনা কোষ), খাদ্য মন্ত্রণালয়।

	ঢাকা, আশুগঞ্জ, ময়মনসিংহ, মহেশ্বরপাশা, চট্টগ্রাম ও মধুপুরে সর্বমোট ৫.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৮টি আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান আছে। নিয়োগকৃত Design & Supervision Consultant পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ড্রইং ও ডিজাইন অনুযায়ী সাইলোর সাইট উন্নয়ন, দরপত্র আহবান, হাউজ হোল্ড সাইলো বিতরণের প্রক্রিয়া, Integrated Food Policy Research এর জন্য Firm নিয়োগ Digital Truck Weigh Bridge ক্রয় ইত্যাদি চলমান আছে। সার্বিক অগ্রগতি ১৬%। **(খ) গুদাম ও আনুসাংগিক সুবিধাদি মেরামতঃ** ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের মেরামত খাতে রাজস্ব বাজেটে বরাদ্ধ ২৬ কোটি টাকা । ৬২ টি /৬৬টি লটে গুদাম মেরামতের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। আওতাধীন গুদামের ধারণ ক্ষমতা ৪০ হাজার মেট্রিক টন। টেন্ডার যাচাই-বাছাই শেষে ১ম ও ২য় দরদাতাদের জামানত ও সম্পদ যাচাই-বাছাই চলছে। চাই-বাছাই শেষে টিকাদারকে সগপ প্রদানের মাধ্যমে গুদাম মেরামতের বাস্তব কার্যক্রম শুরু হবে। জুন/২০১৬ মাসের মধ্যে মেরামত সম্পন্ন করতে হবে। রাজস্ব বাজেটের আওতায় গুদাম ও আনুসংগিক সুবিধাদি যথাযথভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মেরামত সম্পন্ন করার জন্য সভায় সচিব নির্দেশ প্রদান করেন।	জুন, ২০১৬ সময়ের মধ্যে রাজস্ব বাজেটের আওতায় গুদাম মেরামত সম্পন্ন করতে হবে।	
৬. খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষাঃ	খাদ্য অধিদপ্তর হতে পাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে ,.২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে খাদ্যশস্যের ৪০০টি নমুনা পরীক্ষায় বিপরীতে খাদ্য অধিদপ্তর , চট্রগ্রাম ও খূলনা ল্যাবেরটরীতে এযাবৎ (মার্চ/২০১৬ পর্যন্ত) ২৭৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে । খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সভায় সচিব নির্দেশ প্রদান করেন । সভায় আলোচনা হয় যে, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বাজার হতে খাদ্যের নমুনা পূর্বক Accredited lab ও পরীক্ষা করানো দরকার । খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার জন্য মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং অর্জনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মনিটরিং করবে মর্মে BFSA কে সচিব নির্দেশ প্রদান করেন। এ কার্যক্রমে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে BFSA সার্কুলারও জারি করবে ।	খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার জন্য মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং অর্জনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৭. বার্ষিক কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন (APA)	সভায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য সম্পাদিত APA বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কার্যক্রম ভিত্তিক যে সকল লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা আছে তা অর্জনের জন্য হাতে মাত্র আর ২ মাস সময় আছে। মন্ত্রণালয়ের অবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যেসমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও মান অর্জনের আর কোন অবকাশ নেই। কিন্তুন মন্ত্রণালয়ের	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নির্ধারিত কার্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অধিক	খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা

	কৌশলগত উদ্দেশ্যেসমূহের কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা তথা মান অর্জনের সুযোগ আছে। আগামী দু'মাসের মধ্যে APA তে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনা করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সভায় সচিব নব-সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন। যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট) সভায় জানান যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)'র খসড়া প্রণীত হয়েছে। আবশ্যিক কার্যক্রমের পূর্ববর্তী চুক্তির নির্ধারিত নম্বর ১৭ এর স্থলে ২০ নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে APA প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী APA'র খসড়া প্রণয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের BMC সভায় সংশোধিত বাজেট এর আলোকে কার্যসমূহ এবং লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে APA স্বাক্ষরিত হবে বিধায় মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ (আবশ্যিক ও কৌশলগত) সম্পর্কে অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মর্মে মত প্রকাশ করেন। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের APA অপেক্ষা ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নির্ধারিত কার্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং Score ও বেশী অর্জন করতে হবে।	গুরুত্ব দিতে হবে এবং সর্বোচ্চ Score অর্জন করতে হবে।	
৯. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন মনিটরিং অব্যাহত রাখার বিষয়ে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মনিটরিং সিট প্রণয়ন করা হয়। বাস্তবায়নের ভিত্তিতে মনিটরিং সিট নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ কোর্সে 'শুদ্ধাচার' বিষয়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরের কিছু প্রশিক্ষণ কোর্সেও 'শুদ্ধাচার' অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সর্বশেষ ১৮.০৪.২০১৬ তারিখে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও মনিটরিং সিট আপডেট করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করেন।	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে	যুগ্ম-সচিব (সমওসং), খাদ্য মন্ত্রণালয়
১০. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় যে, বিষয়ে বর্ণিত কার্যসমূহের মধ্যে (১) পরিবর্তিত ফরম্যাটে সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে,(২) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ইত্যাদি যথাযথভাবে সম্পন্ন করে নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত আছে। সভায় জানানো হয় যে, ২২.০৩.২০১৬ তারিখে অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের গৃহ নির্মাণ/ মেরামত, কম্পিউটার অগ্রিম ইত্যাদি নামে ১টি সেবা চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সেবা সহজীকরণের জন্য কমিটি গঠন প্রশ্নে সকলে একমত পোষণ করেন।	চিহ্নিত সেবা সহজীকরণের প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করতে হবে	অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, খাদ্য মন্ত্রণালয়

<table>
<tr>
<td>১১. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি</td>
<td>
সভায় জানানো হয় যে, বাজেট বাস্তবায়ন কমিটির কর্ম-পরিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।
সভায় আরও জানানো হয় যে, এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অগ্রিম অডিট আপত্তি নিস্পত্তির সভা সংখ্যা ০১, আলোচিত আপত্তির সংখ্যা ২৯, এবং নিস্পত্তির সংখ্যা-২০টি। মার্চ ও এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভা এবং আলোচিত ও সুপারিশকৃত অডিটের সংখ্যা নিম্নে দেখানো হলঃ

অগ্রিম আপত্তিঃ
<table>
<tr><td>আপত্তি</td><td>ফেব্রুয়ারি</td><td>মার্চ</td></tr>
<tr><td>আপত্তির সংখ্যা</td><td>২৭৪৬</td><td>২৭৪৬</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা</td><td>১</td><td>১</td></tr>
<tr><td>আলোচিত</td><td>২৯</td><td>২০</td></tr>
<tr><td>নিষ্পত্তির সুপারিশ</td><td>২০</td><td>৫</td></tr>
<tr><td>ব্রডশীট জবাব</td><td>১</td><td>৩</td></tr>
</table>
খসড়া আপত্তিঃ
<table>
<tr><td>আপত্তি</td><td>ফেব্রুয়ারি</td><td>মার্চ</td></tr>
<tr><td>আপত্তির সংখ্যা</td><td>৭৬৮</td><td>৭৬৭</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>আলোচিত</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>নিষ্পত্তির সুপারিশ</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ব্রডশীট জবাব</td><td>-</td><td>২</td></tr>
</table>
সংকলনভূক্ত আপত্তিঃ
<table>
<tr><td>আপত্তি</td><td>ফেব্রুয়ারি</td><td>মার্চ</td></tr>
<tr><td>আপত্তির সংখ্যা</td><td>৫৯৫</td><td>৫৯৫</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ব্রডশীট জবাব</td><td>১</td><td>-</td></tr>
</table>
সুপরিকল্পিতভাবে সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিস্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন।
</td>
<td>পরিকল্পিতভাবে সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিস্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে</td>
<td>বাজেট অধি-শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়</td>
</tr>
<tr>
<td>১২. ইন হাউজ প্রশিক্ষণ</td>
<td>খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ইন হাউস প্রশিক্ষণ APA তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জনঘন্টা বিবেচনায় মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে মর্মে সভায় জানানো সভায় জানানো হয়।</td>
<td>সুপরিকল্পিতভাবে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জন করতে হবে।</td>
<td>যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয় ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ), খাদ্য অধিদপ্তর</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩. শাখা পরিদর্শন ও শ্রেণিবিন্যাসকৃ</td>
<td>(ক) শাখা পরিদর্শনঃ সভায় আলোচনা হয় যে, প্রতিমাসে শাখা পরিদর্শনের নিয়ম থাকলেও মার্চ, ২০১৬ মাসে কোন কর্মকর্তা কোন শাখা পরিদর্শন করেননি। নিজ নিজ শাখা</td>
<td>(ক) নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে</td>
<td>যুগ্ম-সচিব (অভ্যঃ প্রশাঃ-১) ও যুগ্ম-</td>
</tr>
</table>

ত নথি নিষ্পত্তিকরণ	পরিদর্শন অব্যাহত রেখে পরিদর্শনকালীন প্রাপ্ত অনিয়ম/ ত্রুটিসমূহ সংশোধনের জন্য নির্দেশ প্রদান করবেন। (খ) শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি নিষ্পত্তিকরণঃ সভায় আরও জানানো হয় যে, মন্ত্রণালয়ের সকল অধিশাখা/ শাখা হতে সংরক্ষিত নথিসমূহ শ্রেণিবিন্যাস্ত করে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর কমিটি গঠিত না হওয়ায় নথি নিষ্পত্তি করা যায়নি। নথি নিষ্পত্তির জন্য ১রটি কমিটির পরিবর্তে শাখা ভিত্তিক পৃথক পৃথক কমিটি গঠন বিষয়ে আলোচনা হলেও অধিকাংশ শাখায় ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা সম্ভব নয় মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে ১টি মাত্র কমিটির মাধ্যমে পুরাতন নথিসমূহ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সচিব নির্দেশ প্রদান করেন।	হবে। (খ) ১টি কমিটির মাধ্যমে পুরাতন নথিসমূহ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সচিব (সমঃও সং), খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৪. পেন্ডিং বিষয় নিষ্পত্তিকরণ	সভায় আলোচনা হয় যে, সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মধ্যে পেন্ডিং বিষয় অর্থাৎ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় দীর্ঘদিন তথা ০১(এক) মাসের অধিককাল অনিষ্পন্ন বিষয়াদি গুরুত্বের সাথে আলোচনার জন্য বলা হয়েছে। বিষয়টি কম গুরুত্ব পেয়েছে মর্মে বিস্তারিত আলোচনা শেষে আগামী সভার পূর্বে নিম্নোক্ত 'ছক' অনুসরণপূর্বক পেন্ডিং তালিকা প্রেরণ করতে হবে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন। (ক) মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার নিকট প্রেরিত বিষয়ঃ (খ) বিভিন্ন ব্যক্তি/ সংস্থার নিকট হতে মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত অনিষ্পন্ন চিঠিপত্রঃ	আগামী সভার পূর্বে নির্ধারিত 'ছক' পেন্ডিং তালিকা প্রেরণ করতে হবে	খাদ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং মন্ত্রণালয়ের সকল অধিশাখা/ শাখা

(ক)

ক্রঃনং	যে শাখা হতে প্রেরিত	যে দপ্তর/ সংস্থার নিকট প্রেরণ	বিষয়	যে তারিখে প্রেরণ	তারিখসহ কেন এবং কোথায় স্থগিত	গৃহীত কার্য ব্যবস্থা	মন্তব্য

(খ)

ক্রঃ নং	যে দপ্তর/ সংস্থার থেকে প্রেরিত	পত্র প্রেরণের তারিখ	বিবরণ	মন্তব্য

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১১/৫/২৫

(এ. এম. বদরুদ্দোজা)
সচিব